বিসিএস ভাইভায় কম্পিটেন্সি–বেজড প্রশ্ন: ‘স্টার’ মেথডে যেভাবে প্রস্তুত হবেন

গোলাম রব্বানী

প্রথম পর্বে আমরা জেনেছি বিসিএস ভাইভায় প্রথাগত প্রশ্নরীতির বদলে পিএসসি এখন যুক্ত করছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ‘কম্পিটেন্সি–বেজড ইন্টারভিউ’ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বোর্ডে নিজের যোগ্যতা কাল্পনিক কথা দিয়ে বা মুখস্থ তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না। তার বদলে বাস্তবিক কাজের প্রমাণের মাধ্যমে নিজেকে বোর্ডের কাছে সেরা প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরতে হবে।

তবে প্রশ্ন হলো, ভাইভা বোর্ডে অল্প সময়ের মধ্যে এত নিখুঁতভাবে নিজের জীবনের বাস্তব গল্প কীভাবে বলবেন? প্রাক্টিক্যাল উদাহরণ উপস্থাপন করতে গিয়ে কি কথা এলোমেলো হয়ে যাবে?

বিশ্বজুড়ে এই চ্যালেঞ্জ দূর করতে একটি আন্তর্জাতিক কৌশল বহুল ব্যবহৃত। যাকে বলা হয় ‘স্টার’ (STAR) মেথড। বিসিএস ভাইভায় এই কম্পিটেন্সি–বেজড উত্তর সাজাতে এই মেথড প্রার্থীর জন্য গেম চেঞ্জার হতে পারে।

কী এই ‘স্টার’ (STAR) মেথড?

‘STAR’ হলো মূলত চারটি ইংরেজি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। যেটির মাধ্যমে যেকোনো বাস্তব ঘটনাকে চার ধাপে সাজিয়ে উপস্থাপন করা যায়:

S – Situation (পরিস্থিতি): ঘটনাটি কখন এবং কোথায় ঘটেছিল, তার প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে বলা।

T – Task (দায়িত্ব): সেই পরিস্থিতিতে আপনার মূল দায়িত্ব বা চ্যালেঞ্জটি কী ছিল, তা চিহ্নিত করা।

A – Action (পদক্ষেপ): পরিস্থিতিটি সামলাতে আপনি ব্যক্তিগতভাবে সুনির্দিষ্ট কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা তুলে ধরা।

R – Result (ফলাফল): আপনার নেওয়া পদক্ষেপের পর শেষ পর্যন্ত কী ইতিবাচক ফল এসেছিল, তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা।

বিসিএস ভাইভায় ‘স্টার’ মেথডের বাস্তবিক প্রয়োগে একটি উদাহরণ দিয়ে সহজ করা যাক।

ভাইভা বোর্ডে আপনাকে কম্পিটেন্সি–বেজড প্রশ্ন করা হলো—

‘আপনার জীবনের এমন একটি ঘটনার কথা বলুন, যেখানে অত্যন্ত বিরূপ পরিস্থিতিতে আপনাকে কোনো সমস্যার দ্রুত সমাধান বের করতে হয়েছিল।’

এই প্রশ্নের জবাবে অসংলগ্নভাবে কথা না বলে ‘স্টার’ মেথড ব্যবহার করে উত্তরটি ঠিক এভাবে সাজানো যায়:

আরও পড়ুন

১. Situation (পরিস্থিতি)

‘বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমরা একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করেছিলাম। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার মাত্র ৩০ মিনিট আগে জানতে পারি, আমন্ত্রিত মূল বক্তা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।’

২. Task (দায়িত্ব)

‘অনুষ্ঠানটি স্থগিত করলে ইভেন্টের ওপর বিশাল নেতিবাচক প্রভাব পড়ত। তাই আমার দায়িত্ব ছিল মুহূর্তেই বিকল্প একজন উপযুক্ত বক্তা নিশ্চিত করা এবং উপস্থিত দর্শককে পরিস্থিতি বুঝতে না দেওয়া।’

৩. Action (পদক্ষেপ)

‘আমি বিচলিত না হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিভাগের একজন সিনিয়র প্রফেসারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি একই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আমি তাঁকে আমাদের পরিস্থিতি বুঝিয়ে বিনয়ের সঙ্গে অন-মঞ্চে আসার জন্য রাজি করাই। পাশাপাশি টিমের সহকর্মীদের অনুরোধ করি তাঁরা যেন ইভেন্টের শিডিউল কিছুটা নমনীয় রেখে মূল আলোচনাটি কিছুটা পিছিয়ে দেন।’

৪. Result (ফলাফল)

‘শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত সফলভাবে সেমিনারটি শেষ হয়েছিল। দর্শক ও অতিথিরা কোনো বিঘ্ন টের পাননি। দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে ইভেন্টের মান রক্ষা পেয়েছিল।’

কোচিংয়ের শিট কিংবা মুখস্থ গল্পে বিপদ!

বিসিএসের ভাইভা বললেই আমাদের দেশে গৎবাঁধা কিছু পরামর্শ ও কোচিং সেন্টারের তৈরি করা শিটের মহড়া চোখে পড়ে। বাজারে গলির মোড়ে গড়ে ওঠা নানা বাণিজ্যিক ভাইভা ক্লাসের রেডিমেড

উত্তর বা বানানো গল্প মুখস্থ করে পরীক্ষা পার দেওয়ার যে প্রবণতা, এই নতুন পদ্ধতিতে তা পুরোপুরি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কম্পিটেন্সি–বেজড ইন্টারভিউয়ের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো—এটি কোনো বাঁধাধরা নোট বই বা বাণিজ্যিক কোনো কোর্সে শেখানো যায় না।

বোর্ডে বসে অভিজ্ঞ সদস্যদের সামনে কোনো কোচিং সেন্টারের শেখানো গল্প বা অন্যের বানিয়ে দেওয়া কাল্পনিক ঘটনা বলতে গেলে কাউন্টার প্রশ্নে প্রার্থীর ধরা পড়া নিশ্চিত। কারণ, আপনার বলা তথ্যের পেছনে আরও গভীর থেকে গভীরতর অনুপ্রশ্ন করা হবে। প্রার্থীর নিজস্ব সৎ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে সেই ক্রস-কোশ্চেন সামলানো অসম্ভব।

তাই কোনো শিট বা লিখিত হ্যান্ডআউট মুখস্থ না করে নিজের জীবনের দিকে তাকানোই এই পদ্ধতির মূল চাবিকাঠি।

আজ থেকেই যেভাবে প্রস্তুতি শুরু করবেন

কম্পিটেন্সি–বেজড ইন্টারভিউয়ের সফলতার মূল মন্ত্র হলো নিজের জীবনের সততা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ডায়রি বা নোটবুক তৈরি করা।

এখনই একটি নোটবুক নিয়ে বসে পড়ুন। সেখানে নিজের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন, ক্লাব বা সংগঠনে কাজ করা, পার্টটাইম চাকরি, ইভেন্ট পরিচালনা, স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ড কিংবা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অন্তত ১০-১২টি সত্যি ঘটনা নির্বাচন করুন।

ঘটনাগুলো নিচের সক্ষমতাগুলোর ওপর ভিত্তি করে আলাদা করুন

- লিডারশিপ বা নেতৃত্ব (সংকট সামলানো)
- টিমওয়ার্ক (দলের দ্বিমত মেটানো)
- টাইম ম্যানেজমেন্ট (কম সময়ে জটিল কাজ শেষ করা)
- কমিউনিকেশন স্কিল (কারও সঙ্গে বোঝাপড়া সফল করা)

প্রতিটি ঘটনাকে চিহ্নিত করে আপনার জীবনের আলোকেই ‘STAR’ ফরমেটে (S-T-A-R) চার-পাঁচ লাইনে সাজিয়ে ফেলুন।

মনে রাখবেন, ভাইভা বোর্ডে প্রস্তুত করা নোট মুখস্থ বলার চেয়ে নিজের জীবনের একটি ছোট সত্য ঘটনা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপন করা শতগুণে কার্যকর।

source: Prothomalo